সৌদি আরবে দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী মেহেরপুরের সালাম

পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরানোর স্বপ্ন নিয়ে ১৪ মাস আগে সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছিলেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ২২ বছর বয়সী সালাম হোসেন। স্বপ্ন ছিল বিদেশে কাজ করে পরিবারের অভাব দূর করবেন, বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাবেন।

কিন্তু সেই স্বপ্নের পথেই ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এখন শয্যাশায়ী সালাম, আর ছেলের চিকিৎসা চালাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে তার পরিবার।

চলতি বছরের ৭ মার্চ, রমজান মাসে রোজা রেখে সৌদি আরবে মোটরসাইকেলে পণ্য সরবরাহের কাজ করছিলেন সালাম। ইফতারের আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

বৃষ্টিতে ভেজা সড়ক দিয়ে মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের আইল্যান্ডে ধাক্কা লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে টানা সাত দিন কোমায় থাকার পর জ্ঞান ফেরে তার। তবে এরপর আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি তিনি।

সালামের বাবা জহুরুল ইসলাম জানান, একমাত্র ছেলে পরিবারের হাল ধরবে এই আশাতেই তাকে বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

প্রথমে ছেলেকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর জন্য এক দালালের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ করেন। কিন্তু প্রতারণার শিকার হয়ে সেই টাকা হারাতে হয়।

এরপর আরও পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে সালামকে সৌদি আরবে পাঠানো হয়। সেখানে একটি প্রতিষ্ঠানে ফুড ডেলিভারির কাজ দেওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেই কাজ পাননি তিনি। পরে কাগজপত্রের জটিলতার মধ্যেই একটি প্রতিষ্ঠানে পণ্য সরবরাহের কাজ শুরু করেন সালাম।

দুর্ঘটনার পর সালামের চিকিৎসায় এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছে তার পরিবার। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার ও পরিচিতজনদের সহযোগিতায় কোনোভাবে চিকিৎসার ব্যয় মেটানোর চেষ্টা করেছেন বাবা জহুরুল ইসলাম।

একপর্যায়ে ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কিন্তু দেশে ফেরানোর খরচ জোগাড় করাও কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পরিবারের শেষ সম্বল এক বিঘা জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়। সৌদি আরব থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে বাংলাদেশে আনতে আরও ১১ লাখ টাকা খরচ হয়।

এখন পরিবারের হাতে নেই জমি, নেই সঞ্চয়। অথচ সালামের চিকিৎসা এখনও শেষ হয়নি।

সালামের বাবা জহুরুল ইসলাম বলেন, একমাত্র ছেলেকে পরিবারের ভবিষ্যৎ ভেবেই বিদেশে পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই ছেলেকেই সুস্থ করতে গিয়ে নিজের সবকিছু হারিয়েছেন।

তিনি বলেন, “একমাত্র ছেলে পরিবারের হাল ধরবে এই আশায় তাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম। এখন ছেলের চিকিৎসা করাতে গিয়ে আমার সব শেষ। শেষ সম্বল জমিটুকুও বিক্রি করেছি। চিকিৎসা চালানোর মতো আর কোনো সামর্থ্য নেই।”

সালামের বর্তমান অবস্থা মেনে নিতে পারছেন না তার মা সালমা খাতুন। ছেলের বয়সী অন্য তরুণদের স্বাভাবিক জীবন দেখে নিজের ছেলের কথা মনে করে কেঁদে ফেলেন তিনি।

সালমা খাতুন বলেন, “আমার ছেলের বয়সী ছেলেরা আজ সংসারের হাল ধরেছে, খেলাধুলা করে দিন কাটাচ্ছে। আর আমার ছেলে বিছানায় পড়ে কষ্ট করছে। একজন মা হয়ে ছেলের এই কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনারা আমার ছেলেটার চিকিৎসার জন্য একটু সহযোগিতা করুন, ওকে আবার সুস্থ করে তুলুন।”

দুর্ঘটনার পর সৌদি কর্তৃপক্ষ কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ করেছে সালামের পরিবার। ফলে চিকিৎসার পুরো চাপ এসে পড়েছে পরিবারের ওপর।

বর্তমানে বাড়িতে শয্যাশায়ী সালাম। চিকিৎসা চালিয়ে যেতে প্রয়োজন বিপুল অর্থ। কিন্তু সবকিছু হারিয়ে পরিবারের পক্ষে সেই ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না।

সালাম বলেন, “আমি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাই। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। পরিবারের পক্ষে এই খরচ বহন করা সম্ভব নয়। সমাজের বিত্তবানদের কাছে সহযোগিতা চাই।”

সালামের অসহায়ত্বের কথা জানতে পেরে স্থানীয়রাও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে দাঁড়িয়েছেন। স্থানীয়ভাবে এরই মধ্যে প্রায় ১০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে পরিবারকে দেওয়া হয়েছে।

তবে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার তুলনায় এই অর্থ খুবই সামান্য। তাই সালামের চিকিৎসায় সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, “আমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করেছি। কিন্তু সালামের চিকিৎসায় আরও অনেক টাকা প্রয়োজন। সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে এলে ছেলেটা আবার সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে।”

যে বয়সে পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার কথা, সেই বয়সেই এখন বিছানায় পড়ে অন্যের সহযোগিতার অপেক্ষায় সালাম। পরিবারের ভাগ্য বদলাতে বিদেশে গিয়েছিলেন তিনি। অথচ একটি দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছে তার স্বাভাবিক জীবন এবং বিপর্যস্ত করে দিয়েছে পুরো পরিবারকে।
ছেলেকে সুস্থ করতে গিয়ে শেষ সম্বলটুকুও হারিয়েছে পরিবারটি। এখন সালামের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে প্রয়োজন মানুষের সহযোগিতা। সালামের চিকিৎসায় সহযোগিতা পাঠানো যাবে বিকাশ: ০১৭১০-৭৪৫৫২৯, জনতা ব্যাংক: ০১০০২৩৯০৬৭২৪১ এলপিসি, বামন্দী শাখা, গাংনী, মেহেরপুর।

সালামের পরিবারের আশা, সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান মানুষগুলো পাশে দাঁড়ালে ২২ বছরের এই তরুণ আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন।

আহ্বায়ক রিদুওয়ানুল হক মুজাহিদ, সদস্য সচিব তাজমির

ইসলাম

জাতীয় ছাত্রশক্তির মেহেরপুর জেলা শাখার আংশিক আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী এক বছরের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

আহসান লাবিব, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, জাতীয় ছাত্রশক্তি এবং আবু বাকের মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় ছাত্রশক্তি স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ তথ্য জানানো হয়।

অনুমোদিত আংশিক আহ্বায়ক কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয়েছে রিদুওয়ানুল হক মুজাহিদকে। সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে রাইহান কবিরকে। যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন ফারহানা তাসনিম।

এ ছাড়া সদস্য সচিব হিসেবে রয়েছেন মো. তাজমির ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব আমিনুল ইসলাম সায়েম, যুগ্ম সদস্য সচিব সিনথিয়া ফারহান রিশা এবং মুখ্য সংগঠক মো. শাহারুল ইসলাম।

অনুমোদনপত্রে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে মেহেরপুর জেলা শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের টেংরামারি বাজারে মোবাইল কোর্ট অভিযান

মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারি বাজারে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি সারের দোকানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে সার বিক্রির বৈধ লাইসেন্স না থাকা, সার বিক্রির রেজিস্টার সংরক্ষণ না করা এবং অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় দোকান মালিককে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে টেংরামারি বাজারে শরিফুল ইসলামের সারের দোকানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় দোকানে প্রায়

৪০ বস্তা সার মজুত অবস্থায় পাওয়া যায়।

অভিযানে দেখা যায়, শরিফুল ইসলামের সার বিক্রির কোনো বৈধ লাইসেন্স নেই। একই সঙ্গে দোকানে সার বিক্রির প্রয়োজনীয় কোনো রেজিস্টারও পাওয়া যায়নি। এছাড়া তিনি সরকারি অনুমোদিত কোনো ডিলার বা সাব-ডিলার নন বলেও অভিযানকালে জানা যায়।

অভিযানে আরও বেশি দামে সার বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব অনিয়মের কারণে সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬-এর ৮(১) ধারায় দোকান মালিক শরিফুল ইসলামকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

মোবাইল কোর্টের এ অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সিরাজুল ইসলাম।

সারের মতো কৃষির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ অনুমোদিত নিয়মে ও ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রশাসনের নিয়মিত নজরদারি ও আইনানুগ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করছেন স্থানীয়রা।

মেহেরপুরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

পরম প্রেমময় ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সঞ্জিত পাল বাপ্পির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খান। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির সোহেল রানা ডলার, জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ বাকাবিল্লাহ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে এর উদ্বোধন করা হয়। এরপর ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করা হয়। ধর্মীয় আলোচনা ও হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন করা হয়।

গাংনীতে পল্লী চিকিৎসকের বসতবাড়ি থেকে স্বর্ণলঙ্কার ও নগদ টাকা চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে এক পল্লি চিকিৎসকের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসময় প্রায় চার লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ও মরিচ বিক্রির নগদ ৬০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের দেবীপুর দক্ষিনপাড়ার পল্লিচিকিৎসক মামুন আলীর (৩২) বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মামুন আলী ওই গ্রামের মো. ফজলুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মামুন আলীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয়রা সেখানে গিয়ে দেখতে পান, বাড়িতে চুরি হয়েছে।

ভুক্তভোগী পল্লী চিকিৎসক মামুন আলী বলেন, তাঁর একটি ওষুধের ফার্মেসি রয়েছে। ঘটনার সময় তিনি দোকানে ছিলেন। প্রতিদিনের মতো রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাঁর বাবা দোকানে খাবার দিতে যান। তাঁর মা মরিচের খেতে কাজ করা শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং স্ত্রী পাশের বাড়িতে তাঁর বোনের কাছে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে চোরেরা

বাড়িতে ঢুকে আলমারিতে থাকা প্রায় চার লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ও নগদ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

মামুন আলী আরো বলেন,অনেক কষ্ট করে সন্তান ও পরিবারের জন্য এগুলো গুছিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু চোরেরা এক নিমেষেই সব শেষ করে দিয়েছে।

কষ্টার্জিত স্বর্ণালংকার ও টাকা হারানোর যন্ত্রণা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। চুরির সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি আরও বলেন, বাড়ির গেটে তালা দেওয়া ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চোরেরা ছাদ দিয়ে উঠে সিঁড়ি ব্যবহার করে ঘরে প্রবেশ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, চুরির খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

মেহেরপুরে জামায়াতের স্থানীয় নির্বাচনী প্রার্থীদের সমাবেশ ও মতবিনিময়

মেহেরপুরে উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান, পৌর কাউন্সিলর ও ইউপি সদস্য (মেম্বার) ফপ্রার্থীদের নিয়ে সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি ও স্থানীয় নির্বাচন মাস্টার ট্রেইনার (যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল) মনিরুল ইসলাম, যশোর।

সভায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলার তিন উপজেলা, দুই পৌরসভা ও ২০টি ইউনিয়নের বিভিন্ন পদে মনোনীত প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীদের করণীয়, সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও নির্বাচনী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে ২ ব্ছরের শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে কনা খাতুন (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান মসজিদ পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। কনা খাতুন ছাতিয়ান মসজিদ পাড়ার কৃষক মামুন মিয়ার মেয়ে।

কনা’র দাদা জানান, কনা বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে ভ্যানে বসে খেলা করছিল। এমন সময় আমরা বাড়িতে চলে আসলেও কনা সেখানেই খেলা করছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা কনা খোঁজ করতে শুরু করি। বেশ কিছু সময় তাকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে পরে পুকুরে মরদেহ ভাসতে দেখি। পরে সেখান থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১২ লাখ টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ এবং ৪,০০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তির সূত্রে জানা গেছে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ শেওড়াতলা মাঠ থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ এবং ৪,০০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ১২,১৯২০০ টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সকল প্রকার সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার

গাংনীতে ‘হলুদ সাংবাদিকতার’ বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুই কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন উপজেলা কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির

নেতৃবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। এ সময় উপজেলা পরিষদ চত্বরে সমাবেশ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন শিক্ষক নেতারা।

সমাবেশে শিক্ষক নেতারা বলেন, বিভিন্ন সময় কাজিপুর কলেজে গিয়ে শিক্ষকদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে না পেয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে ভিডিও ধারণ করা নাগরিক টিভির মেহেরপুর প্রতিনিধি রাব্বী আহাম্মেদ ও দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর প্রতিনিধি এসএম তারেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বক্তারা বলেন, শিক্ষকরা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার কারিগর। অথচ রাব্বী আহাম্মেদ ও এসএম তারেক আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে মাস্তানি কায়দায় দুই শিক্ষককে টেনে-হিঁচড়ে গ্রেপ্তার এবং হাতকড়া পরানোর ঘটনায় শিক্ষক সমাজ অপমানিত হয়েছে। তারা বলেন, আইন সবার জন্য সমান হলেও কোনো নাগরিককে অমানবিক বা অসম্মানজনকভাবে গ্রেপ্তার করার ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৮ আগস্ট। গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ/বি.এস.এস পরীক্ষা চলছিল। শিক্ষক সমিতির দেওয়া স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়েছে, এ সময় দুই সাংবাদিক ছাত্র পরিচয়ে মুখে মাস্ক পরে ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করেন। তারা পরীক্ষার কক্ষে ভিডিও ধারণ করেন বলেও অভিযোগ করেন শিক্ষকরা।

এ সময় কলেজের দুই শিক্ষক—সহকারী অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান) মো. মনিরুজ্জামান বিপ্লব এবং সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) মো. রফিকুজ্জামানের সঙ্গে ওই সাংবাদিকদের বাকবিতণ্ডা হয় বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের দাবি, তারা কোনোভাবেই পরীক্ষায় নকলের পক্ষে নন। পরীক্ষাকেন্দ্রে নকলের কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তারও তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তবে সাংবাদিকদের কাছে এ ধরনের তথ্য থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে বিধি মেনে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা উচিত ছিল বলে তারা মনে করেন। অনুমতি ছাড়া পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ ও ভিডিও ধারণের মাধ্যমে পরীক্ষার সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তাদের।

শিক্ষকরা বলেন, পরীক্ষা কক্ষের যেমন ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি মারধরেরও ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। রাব্বী আহাম্মেদ ও এসএম তারেককে সেখানে মারধর বা মোবাইল কেড়ে নেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। কোনো কিছু কেড়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটলে তারা পরীক্ষার ভিডিও ফেসবুক বা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ করলেন কীভাবে?

এ ঘটনার পর গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। স্মারকলিপিতে মামলাটির নম্বর ৪৬ এবং তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৬ উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৭৯ ও ১১৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের ওই দুই শিক্ষকসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আসামি করা হয়েছে বলে শিক্ষক সমিতি জানিয়েছে।

মামলার পর অভিযুক্ত দুই শিক্ষক মেহেরপুর জেলা আদালতে জামিনের জন্য হাজির হন। শিক্ষক নেতাদের অভিযোগ, আদালত প্রাঙ্গণ থেকে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে এবং পরে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনায় শিক্ষক সমাজের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে বলে সমাবেশে দাবি করা হয়।

শিক্ষক নেতারা বলেন, কোনো শিক্ষক অপরাধ করলে প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে। কিন্তু একজন শিক্ষককে আদালত প্রাঙ্গণে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা কোনোভাবেই পেশাগত মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা ঘটনার তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

স্মারকলিপিতে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের দুই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার, পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিত করা, পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ ও ভিডিও ধারণের অভিযোগ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা—ইউএনও, ট্যাগ অফিসার ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের অনুমতি ছাড়া বহিরাগত সাংবাদিকদের পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ বন্ধে প্রশাসনিক নির্দেশনা জারি এবং শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

দাবি পূরণ না হলে আগামীতে কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে রাজপথে এর

জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষক নেতারা।

পুলিশের উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা বলেন, এখনো কিছু পুলিশ সদস্য পুরোনো আচরণ থেকে বের হতে পারেনি—এমন অভিযোগ তুলে তাদের ‘মানুষ হওয়ার’ পরামর্শ দিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। একই সঙ্গে শিক্ষক নেতারা বলেছেন, যেসব পুলিশ সদস্য মিথ্যা মামলায় শিক্ষকদের চোর-ডাকাতের মতো গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পরান, তারা যেন নিজেদের সন্তানদের কোনো শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করতে না পাঠান। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত পুলিশের এক এসআইকে শাস্তির আওতায় আনারও দাবি জানিয়েছেন তারা।

শিক্ষক নেতারা বলেন, পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি অনিয়মের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ও বিধিসম্মতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। কোনো পক্ষ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়—এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা দাবি করেন তারা।

সমাবেশ থেকে শিক্ষক নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তাদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। বিশেষ করে মামলা প্রত্যাহার ও শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ না এলে তারা কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন, কারিগরি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি জামাল হোসেন, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু এবং সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আল হেলাল।

করমদী ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও শিক্ষক নেতা আবু সাদাদ মো. সায়েম পল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, জোতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খুরশিদা খানম, জুগিন্দা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিমসহ বিভিন্ন কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ সবজি ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে ২২০ গ্রাম অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ জিয়ারুল ইসলাম (৪২) নামে এক সবজি ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের বড় বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার জিয়ারুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগানপাড়া ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নয়মুদ্দীনের ছেলে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বড় বাজারে মো. মজিবুরের মুদি দোকানের সামনে জিয়ারুল ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধীন ও ভাড়াকৃত কাঁচামালের দোকানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় দোকানের টেবিলের নিচে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ২২০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক রাশেল আহমেদ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।